আখেরাত সিরিজ-১৪

কিয়ামত পর্ব-৩

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ৩২ টি নাম আখেরাত সিরিজ-১ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ টি নামের তৃতীয়টি "কিয়ামত" আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা তোয়াহা ২০:১০০,১০১**

১. যে এ গ্রন্থ থেকে মুখ ফেরাবে, সে কিয়ামতের দিন বহন করবে এক বিশাল বোঝা। কিয়ামত কালের এই বোঝা নিকৃষ্ট বোঝা।

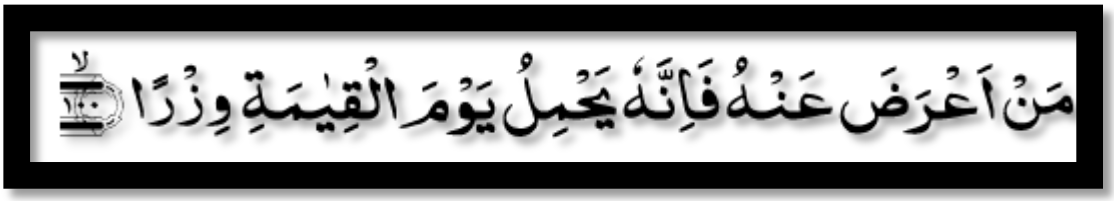

ইহা হইতে যে বিমুখ হইবে সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করিবে। (সূরা তোয়াহা ২০:১০০)

ইহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ইহাদের জন্য হইবে কত মন্দ!
(সূরা তোয়াহা ২০:১০১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা তোয়াহা ২০:১২৪**

২. কিন্তু যে আমার যিকির (কিতাব) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন পদ্ধতি হয়ে পড়বে সংকুচিত আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে হাশর করবো অন্ধ করে।

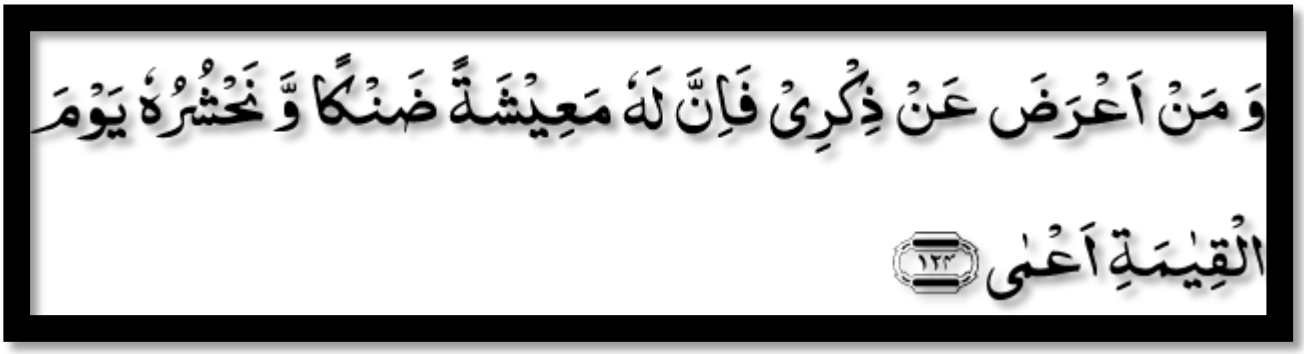

যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকিবে, অবশ্যই তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়। (সূরা তোয়াহা ২০:১২৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আম্বিয়া ২১:৪৭**

৩. কিয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের দণ্ড।

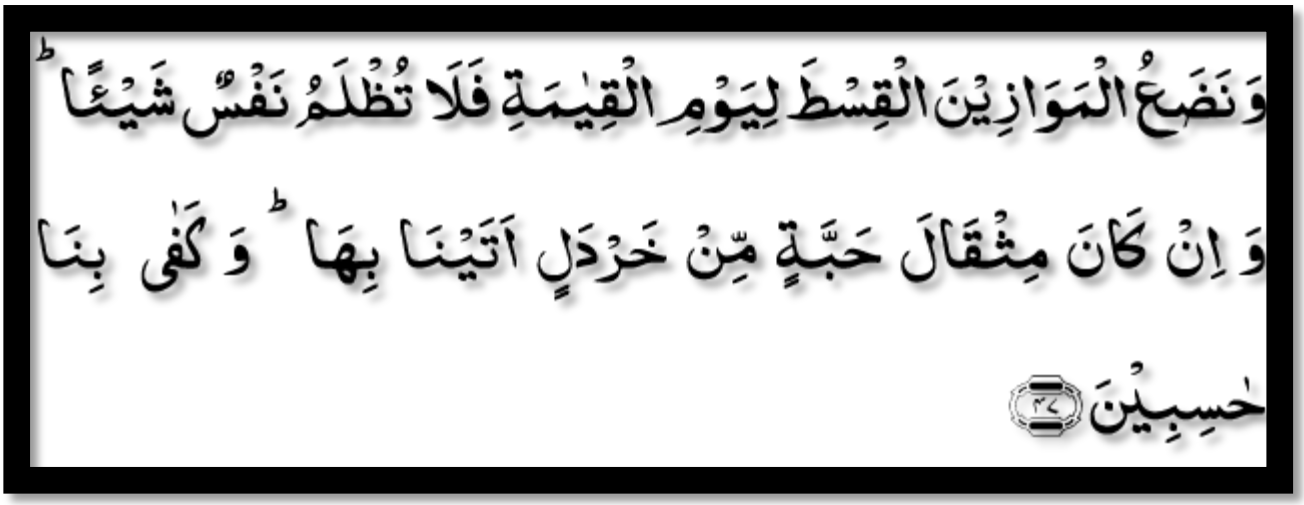

এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচার মানদণ্ড। সুতরাং কাহারো প্রতি কোনো অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমান ওজনের হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হাজ্জ ২২:৯**

৪. আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে (যে মানুষকে বিপথগামী করত) অস্বাদন করবো দগ্ধ হবার যন্ত্রনা।

যে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদেরকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাব দহন-যন্ত্রনা। (সূরা আল হাজ্জ ২২:৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হাজ্জ ২২:৯**

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের [ঈমানদার, ইহুদি, সাবি, খ্রিস্টান, মজুসী, (অগ্নিপূজারী)] মধ্যে ফয়সালা করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَ
الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহুদি হইয়াছে, যাহারা সাবিয়ী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তো সমস্ত কিছু সম্মক প্রতক্ষকারী। (সূরা আল হাজ্জ ২২:১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৯**

৬. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন।

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।' (সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মুমিনুন ২৩:১৬**

৭. তারপর তোমরা পুনর্খিত হবে কিয়ামতের দিন।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

অতঃপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হইবে। (সূরা আল মুমিনুন ২৩:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল ফুরকান ২৫:৬৯**

৮. কিয়ামতের দিন তার (মুশরিক, নিরপরাধীকে হত্যাকারী, জ্বীনাকারী) দণ্ড করা হবে দ্বিগুণ।

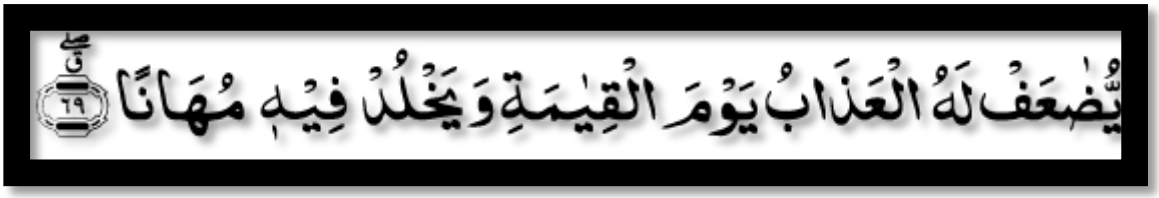

কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;
(সূরা আল ফুরকান ২৫:৬৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৪১,৪২**

৯. কিয়ামতের দিন তাদের (ফেরাউন ও তার অনুসারী) কোনো সাহায্য করা হবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃনিত।

উহাদেরকে আমি নেতা করিয়াছিলাম; উহারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহব্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। (সূরা আল কাসাস ২৮:৪১)

এই পৃথিবীতে আমি উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত। (সূরা আল কাসাস ২৮:৪২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৬১**

১০. তারপর কিয়ামতের দিন তাকে (দুনিয়াভোগী ও আখেরাত ত্যাগী) হাজির করা হবে আসামি হিসাবে।

যাহাকে আমি উত্তম পুরস্কার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যাহা সে পাইবে, সে কি ওই ব্যাক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সমভার দিয়েছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিন হাজির করা হইবে?
(সূরা আল কাসাস ২৮:৬১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৭১,৭২**

১১. আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তোমরা কি ভেবে দেখবে না?

বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক আনিয়া দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?' (সূরা আল কাসাস ২৮:৭১)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾

বলো, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবিরভাব ঘটাবে, যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?' (সূরা আল কাসাস ২৮:৭২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আঁনকাবুত ২৯:১৩**

১২. কিয়ামতের দিন তাদের (এসব) মিথ্যা রচনার ব্যাপারে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

উহারা নিজেদের ভার বহন করিবে এবং নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরো কিছু বোঝা; আর উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে। (সূরা আঁনকাবুত ২৯:১৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আঁনকাবুত ২৯:২৫**

১৩. কিন্তু কিয়ামতের দিন এই তোমরাই পরস্পরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে লানত দেবে।

ইব্রাহিম বলিল, 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস্ হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকিবে না। (সূরা আঁনকাবুত ২৯:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আস সাজদা ৩২:২৫**

১৪. তারা যেসব বিষয়ে এখতেলাফ করতো, তোমার প্রভু সেসব বিষয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন কিয়ামতের দিন।

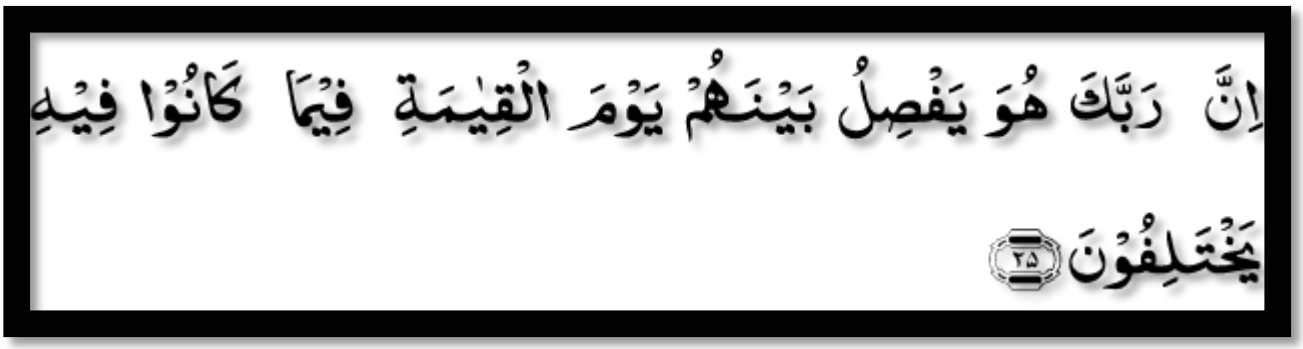

উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। (সূরা আস সাজদা ৩২:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ফাতির ৩৫:১৪**

১৫. তোমরা যে তাদের শরিক বানিয়েছো কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে।

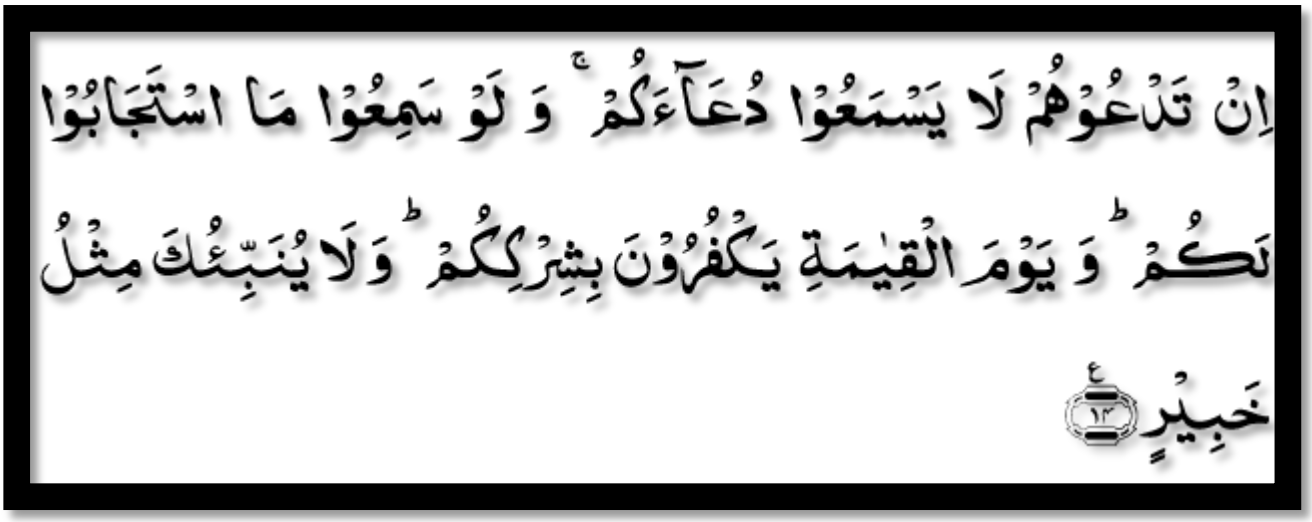

তোমরা তাহাদেরকে আহ্বান করিলে তাহার তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদেরকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারিবে না। (সূরা ফাতির ৩৫:১৪)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের আমলকে দুনিয়ার জীবনে কোরআন ও হাদিস মোতাবেক সহিহ করে নেই।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/